কাশ্মীরের হৃদয়বিদারক সেই ছবি নিয়ে আফ্রিদির টুইট

বুধবার বিশ্বজুড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের এক হৃদয়বিদারক ঘটনার কয়েকটি ছবি।

যেখানে দেখা গেছে, রাস্তায় পড়ে থাকার দাদার রক্তাক্ত লাশের বুকের ওপর বসে কাঁদছে ৩ বছরের নাতি। আরেকটি ছবিতে দেখা গেছে, মৃত দাদাকে রেখে ভারতীয় সৈন্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অবুঝ শিশুটি।

ভাইরাল সেসব মর্মান্তিক ছবি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে সরব হয়েছেন সদ্য করোনাজয়ী পাকিস্তান ক্রিকেটের সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি।

ঘটনার দিনই টুইটারে তিনি লিখেছেন, ‘একটি শিশুকে দেখা যাচ্ছে তার দাদার গুলিবিদ্ধ লাশ ও অস্ত্রধারী সৈন্যের মাঝখানে। কি নির্মমতা! কাশ্মীরিদের দুর্দশার চিত্র আসলে কোনো ছবি দিয়ে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।’

বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, নিহত ৬৫ বছর বয়সী কাশ্মীরি নাগরিকের নাম বশির আহমেদ খান। তাকে হত্যা করা হয়নি দাবি করে কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিদর্শক বিজয় কুমার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ওইদিন সোপোর এলাকায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বন্দুকযুদ্ধের মধ্যে পড়েন বশির আহমেদ। এতে তিনি নিহত হন। এই ঘটনায় এক নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিহত ও তিন সদস্য আহত হন।

তবে কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিদর্শকের এমন দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছে মৃতের ছেলে সুহেইল আহমেদ।

তার যুক্তি ‘এটা যদি বন্দুকযুদ্ধই হয় তাহলে বাবার লাশ তার চালানো গাড়ির ভেতর থাকার কথা। কিন্তু সেটি রাস্তার ওপর এলো কী করে?’ সুত্র-যুগান্তর

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

[redacted]

[redacted]

নতুন এবং অতিরিক্ত মিসাইল তৈরি হলে তিন বাহিনীর শক্তি আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। পিনাকা মিসাইলের মতো অস্ত্র স্থলভাগে বেশি দূরত্বে আঘাত হানতে সক্ষম।

এক হাজার কিলোমিটার দূর থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত করে পিনাকা মিসাইল। এ মিসাইল নৌ ও বিমানবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করবে।

আসামি ধরতে গিয়ে ভারতে দুর্ধর্ষ গোলাগুলি, ৮ পুলিশ সদস্য নিহত

ভারতের উত্তরপ্রদেশের কানপুরে আসামি ধরতে গিয়ে গুলিতে ডেপুটি পুলিশ সুপারসহ কমপক্ষে আট পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার সকালে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, চৌবেপুর থানার অন্তর্গত ডিকরু গ্রামে কুখ্যাত অপরাধী বিকাশ দুবেকে ধরার জন্য অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ। ৬০টিরও বেশি অপরাধের মামলায় অভিযুক্ত বিকাশ।
লুকিয়ে থাকা অপরাধীকে ধরতে পুলিশের একটি দল এগোনো শুরু করলেই তাদের দিকে ধেয়ে আসে গুলিবৃষ্টি। একটি বাড়ির ছাদ থেকে এলোপাতাড়ি গুলি চালানো হয়।

এতে মৃত্যু হয় ডেপুটি পুলিশ সুপার দেবেন্দ্র মিশ্র, তিন সাব-ইন্সপেক্টর ও চার কনস্টেবলের।

এই সময় জানায়, পুরো ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানান উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল এইচসি অবস্থি।

পুলিশ যে অভিযান চালাতে যাচ্ছে, অপরাধী সে সম্পর্কে আগাম খবর পেয়ে গিয়েছিল বলে জানান তিনি।

এদিকে নিহত পুলিশ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি তিনি গোটা ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া, এনডিটিভি

নিউজিল্যান্ডের মসজিদে হামলা: আগামী মাসেই সাজা ঘোষণা সেই ব্রেন্টন ট্যারেন্টের

গত বছর নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের দুটি মসজিদে হামলা চালিয়েছিলেন শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী অস্ট্রেলিয়ান ব্রেন্টন ট্যারেন্ট। এতে ৫১ জন মুসল্লি নিহত হন। এই হত্যা মামলায় হামলাকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন দেশটির আদালত। আগামী মাসে তার সাজা ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন আদালত।

ট্যারেন্টের মামলার রায় আগেই ঘোষণা করার কথা ছিল। কিন্তু করোনাভাইরাস সংকটের কারণে দেরি হচ্ছে বলে শুক্রবার নিউজিল্যান্ড সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। খবর এএফপি’র।

নৃশংস ওই বন্দুক হামলায় অন্তত তিনজন বাংলাদেশিও নিহত হয়েছিল। যেই আল নূরে বেশি হতাহত হয়েছিল, সেখানে জুমার নামাজ আদায় করতে গিয়ে অল্পের জন্য বেঁচে ফেরেন ন নিউজিল্যান্ড সফররত বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সদস্যরা।
ভয়াবহ এই হামলার জন্য দোষী সাব্যস্ত হন চরমপন্থী ২১ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ান যুবক ব্রেন্টন ট্যারেন্ট। তার বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমসহ অনেকগুলো অভিযোগ আনা হয়েছে। এসব মামলা কার্যক্রম অনেক দূর এগিয়েছেও। কিন্তু কোভিড-১৯ সংকটের কারণে থমকে যায় ট্যারেন্টকে শাস্তি দেওয়ার ঘোষণাটা এখনও আসেনি।

এর মধ্যে নিউজিল্যান্ডে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। দেশটিতে সামাজিক দূরত্ব নেমে চলার বিধিও উঠিয়ে নেওয়া

হচ্ছে। ফের চালু হচ্ছে ট্যারেন্ট মামলার রায় কার্যক্রমও।

নিউজিল্যান্ডের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ক্যামেরন ম্যান্ডের জানিয়েছেন, ২৪ আগস্ট ঘোষণা করা হবে ট্যারেন্টের সাজা।

শুক্রবার এক বিবৃতিতে ম্যান্ডের বলেছেন, “নিউজিল্যান্ডে এখন কভিড-১৯ এর সংক্রমণ না থাকায় আমাদের আদালতও স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরেছে। জনসাধারণ, বিশেষ করে নিউজিল্যান্ডে বসবাসরত ভিকটিম ও তাদের পরিবার আদালতের অধিবেশনে উপস্থিত হতে পারবেন।”

বিচারক জানিয়েছেন, সাজা ঘোষণার জন্য এরই মধ্যে তিনটি দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে প্রয়োজন পড়লে আরও বেশি সময় ধরে এর শুনানি চলতে পারে।

নিউজিল্যান্ডে কোনও অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই। ধারণা করা হচ্ছে, সাবেক জিম ইনস্ট্রাক্টর ট্যারেন্টকে তার বাকি জীবন কারাবাসেই কাটাতে হতে পারে।

সুত্র-যুগান্তর

ভ্যাক্সিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও আড়াই বছর: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্পেশাল এনভয় ড. ডেভিড নাবারো জানিয়েছেন, করোনার ভ্যাক্সিনের অপেক্ষায় সারা বিশ্ব। তবে কাঙ্খিত ভ্যাক্সিন হাতে পতে অপেক্ষা করতে হবে আরো অনন্ত আড়াই বছর।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডেকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আপাতত করোনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির কোনো উপায় নেই। যদি কেউ এমনটা দাবি করেন, তাহলে তার প্রমাণ দরকার বলে মনে করেন তিনি।

তিনি বলেন, ভ্যাক্সিন দেয়ার পর কেউ করোনা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হচ্ছে কিনা, তা বুঝতে সময় লাগবে। এছাড়া বিশ্বের প্রত্যেকে ভ্যাক্সিন পাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গরিব দেশ হোক বা ধনী দেশ, প্রত্যেকে যাতে ভ্যাক্সিন পায়, সে বিষয়টাও নিশ্চিত করতে হবে।
কিছুদিন আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষে জানানো হয়, তাদের আশা, করোনাভাইরাসের কয়েক লক্ষ ভ্যাক্সিন তৈরি হবে চলতি বছরেই। আর পরের বছর শেষ হওয়ার আগেই তৈরি হবে ভ্যাক্সিনের ২০০ কোটি ডোজ।

ভ্যাক্সিন কাদের প্রথমে দেয়া হবে, সেই পরিকল্পনা তৈরি করার কাজও শুরু করে দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীদের আগে দেয়া হবে ভ্যাক্সিন। এছাড়া যাদের বয়স বেশি ও অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত, তাদেরও দেয়া হবে প্রথম পর্যায়ে। এছাড়া জেল বা হোম, যেখানে বহু মানুষ একসঙ্গে থাকেন, তাদেরও দ্রুত ভ্যাক্সিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

বিজ্ঞানীরা যদিও মনে করছেন এখনও করোনা লড়াইয়ে কার্যকরী প্রতিষেধক পেতে ১২ থেকে ১৮ মাস সময় লাগবে। আগের মাসে গ্লোবাল ফার্মাসিউটিক্যালসের ফিজার জানিয়েছিল, অক্টোবরের শেষেই করোনা প্রতিষেধক তৈরি হয়ে যাবে।

এখন সারা বিশ্বে ১০০ টি প্রতিষেধকের উপর বিভিন্ন স্তরে পরীক্ষা চলছে। কিন্তু পাকাপাকি সুফল নিয়ে করোনার সঙ্গে লড়াই করবে এমন প্রতিষেধকের খোঁজ এখনও ধোঁয়াশায়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় নির্মিত প্রতিষেধক আশা দেখাচ্ছে। কিন্তু কবে প্রতিষেধক প্রয়োগে কোভিড আতঙ্ক থেকে মুক্তি মিলবে তা এখনও অনিশ্চিত। সুত্র-যুগান্তর

ভারতে ২৪ ঘণ্টায় ২০ হাজারের

বেশি করোনায় আক্রান্ত

ভারতে ২৪ ঘণ্টায় ২০ হাজার ৯০৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশটিতে সর্বমোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ছয় লাখ ২৫ হাজার ৫৪৪ জনে।

দেশটির গণমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, করোনায় ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে ১৮ হাজার ২১৩ জনে পৌঁছেছে। এছাড়া আক্রান্তদের মধ্যে তিন লাখ ৭৯ হাজার ৮৯২ জন ভাইরাসটি থেকে সেরে উঠেছেন।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে বৃহস্পতিবার নতুন করে ৫৫ হাজার করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হিসাবে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

বলা হচ্ছে, মহামারীর প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর ২৪ ঘণ্টায় এটিই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক কোভিড-১৯ পজিটিভ। গেল সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ব্যাপক হারে বেড়েছে।

এতে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের করোনা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়েছে। এ ছাড়া কঠোর লকডাউনের পর বেশ কয়েকজন গভর্নর তাদের অর্থনীতিকে সচল করার পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছেন।

বৃহস্পতিবার আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫ হাজার ২৭৪ জনে। এর আগে গত ১৯ জুন ব্রাজিলে ৫৪ হাজার ৭৭১ জনের আক্রান্ত হওয়ার রেকর্ড ছিল।

সপ্তাহ দুয়েক আগে যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে ২২ হাজার করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছিলেন। আর গত সাত দিন পর পর ৪০ হাজারের বেশি কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

গত জুনের শুরুর তুলনায় ১৪ দিনে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যের মধ্যে ৩৭টিতে নতুন সংক্রমণ বেড়েছে। বৃহস্পতিবার এ যাবতকালে সব রাজ্যের মধ্যে ফ্লোরিডায় সবচেয়ে বেশি লোক আক্রান্ত হয়েছেন।

দুই কোটি ১০ লাখ লোকের রাজ্যটিতে এদিন নতুন করে ১০ হাজার লোক সংক্রমিত হন, যা মহামারীর সর্বোচ্চ সংক্রমণের দিক থেকে যে কোনো ইউরোপীয় দেশের তুলনায় বেশি।

চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের সংক্রমণবিষয়ক শীর্ষ বিজ্ঞানী ডা. অ্যান্থনি ফাউসি বলেন, করোনা রোধে দেশজুড়ে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া না হলে আক্রান্তের সংখ্যা দিনে এক লাখে পৌঁছাতে পারে। সূত্র-যুগান্তর

যুক্তরাষ্ট্রে করোনা আক্রান্তের নতুন বিশ্বরেকর্ড

যুক্তরাষ্ট্রে বৃহস্পতিবার নতুন করে ৫৫ হাজার করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হিসাবে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

বলা হচ্ছে, মহামারীর প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর ২৪ ঘণ্টায় এটিই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক কোভিড-১৯ পজিটিভ। গেল সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ব্যাপক হারে বেড়েছে।

এতে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের করোনা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়েছে। এ ছাড়া কঠোর লকডাউনের পর বেশ কয়েকজন গভর্নর তাদের অর্থনীতিকে সচল করার পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছেন।

বৃহস্পতিবার আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫ হাজার ২৭৪ জনে। এর আগে গত ১৯ জুন ব্রাজিলে ৫৪ হাজার ৭৭১ জনের আক্রান্ত হওয়ার রেকর্ড ছিল।

সপ্তাহ দুয়েক আগে যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে ২২ হাজার করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছিলেন। আর গত সাত দিন পর পর ৪০ হাজারের বেশি কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

গত জুনের শুরুর তুলনায় ১৪ দিনে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যের মধ্যে ৩৭টিতে নতুন সংক্রমণ বেড়েছে। বৃহস্পতিবার এ যাবতকালে সব রাজ্যের মধ্যে ফ্লোরিডায় সবচেয়ে বেশি লোক আক্রান্ত হয়েছেন।

দুই কোটি ১০ লাখ লোকের রাজ্যটিতে এদিন নতুন করে ১০ হাজার লোক

সংক্রমিত হন, যা মহামারীর সর্বোচ্চ সংক্রমণের দিক থেকে যে কোনো ইউরোপীয় দেশের তুলনায় বেশি।

চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের সংক্রমণবিষয়ক শীর্ষ বিজ্ঞানী ডা. অ্যান্থনি ফাউসি বলেন, করোনা রোধে দেশজুড়ে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া না হলে আক্রান্তের সংখ্যা দিনে এক লাখে পৌঁছাতে পারে। সুত্র-যুগান্তর

বাজেটের কপি ছেঁড়া সংসদের প্রতি চরম অবমাননা: ওবায়দুল কাদের

সংসদ ভবনের সামনে বাজেটের কপি ছিঁড়ে ফেলা সংসদের প্রতি চরম অবমাননা বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, এটি মহান সংসদের প্রতি চরম অবমাননা। এটি তাদের (বিএনপির সংসদ সদস্যদের) শপথ ভঙ্গেরও শামিল। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই।

তিনি বলেন, জাতির ক্রান্তিকালে তারা দায়িত্বশীল আচরণ করেনি। তারা চেয়েছিল, সংসদ যাতে কোনও বাজেট পাস না করে। বাজেট ছাড়া একটি রাষ্ট্র তারা দেখতে চেয়েছিলেন। তারা দেশে একটি হতাশাজনক অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা মানুষের মধ্যে আশার আলোর সঞ্চার করতে পেরেছি, যা এই মহামারী পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রয়োজন।

বৃহস্পতিবার বিকালে সংসদ ভবন এলাকার সরকারি বাসভবন থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট অনুমোদন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

ওবায়দুল কদের বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই মহামারীর সময়ই আমাদের বাজেট প্রণয়ন করতে হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের আর্থিক বছরের গণনা আমাদের চেয়ে ভিন্ন হওয়ায় (যেমন জানুয়ারি টু ডিসেম্বর, এপ্রিল টু মার্চ, অক্টোবর টু সেপ্টেম্বর) তাদের এই সময়ে বাজেট করতে হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশ এবং দক্ষিণ গোলার্ধের কিছু দেশে আমাদের মতো জুলাই থেকে জুন আর্থিক বছর ধরা

হয়।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ এই সময়ে যেসব দেশ বাজেট প্রণয়ন করেছে, তাদের অধিকাংশই করোনা পরিস্থিতির কারণে তাদের বাজেট উল্লেখযোগ্যভাবে সংকোচন করেছে। কোনও কোনও দেশ বাজেট দিতে ব্যর্থ হয়ে বিশেষ আইনের সহায়তায় বাজেট প্রণয়ন স্থগিত করেছে। এই সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার দুই একটি দেশসহ (যেমন পাকিস্তান) পৃথিবীর অনেক দেশে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

সেতুমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯-এর প্রভাবে দেশের স্বাস্থ্যখাতে যে সাময়িক প্রয়োজন উদ্ভূত হয়েছে তা মেটানো এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে যে ক্ষয়-ক্ষতি সৃষ্টি হবে তা পুনরুদ্ধারের কৌশল বিবেচনায় নিয়ে এই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি আওয়ামী লীগ সরকারের ১৭তম এবং বর্তমান মেয়াদের দ্বিতীয় বাজেট। এ বাজেটে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জীবন ও জীবিকা রক্ষার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসৃজন ও সামাজিক নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এছাড়া আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াস আরও জোরদার করা হবে। আমাদের সরকার দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) অনুমোদন করেছে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, গত এক দশকেরও অধিক সময় ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা যদি দেশের এই অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন না করলে এই পেনডেমিক পরিস্থিতিতে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হতো। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী যদি ২০০৯ এর পর দেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর উৎপাদন বৃদ্ধি না করতেন, তাহলে এই পেনডেমিকে এদেশের মানুষ বিদ্যুৎবিহীন দুঃসহ পরিস্থিতি কীভাবে সহ্য করতো আর হাসপাতালগুলো কীভাবে চলতো, সেটি আমরা চিন্তাও করতে পারছি না।

এই বাজেটে কৃষি খাত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জানিয়ে তিনি বলেন, কৃষিতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের উল্লেখযোগ্য

সাফল্যের মধ্যে আমরা চাল উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। করোনাত্তোর কৃষিখাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদন, বাজারজাতকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে খাদ্য সঙ্কট যাতে তৈরি না হয় সেদিকে নজর দেওয়াই আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। করোনা-পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোনভাবেই যাতে খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টি না হয় সে জন্য এক ইঞ্চি আবাদি জমিও ফেলে না রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে আমি কৃষি মন্ত্রণালয় ও তার সকল সহযোগী সংস্থাগুলোকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা দিয়েছেন।

এসময় বাঙালির সব অর্জনের পেছনে আওয়ামী লীগের অবদান রয়েছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, জাতির পিতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই এনে দেয়নি, এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা যা করা প্রয়োজন ছিল তার সবকিছুই করেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এদেশের জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতীক আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলেই বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়।

তিনি আরও বলেন, মোটা দাগে বলতে গেলে, বাঙালি জাতি হিসেবে এ পর্যন্ত যা কিছু পেয়েছে, তার সবকিছুই দিয়েছে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ; দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং দূরদর্শী ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা। পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের সব অর্জন শেখ হাসিনার কারণেই। পিতার মতো তিনি দেশের মানুষকে ভালোবেসে পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন। শেখ হাসিনা নিজের দর্শন-চিন্তা- কর্মপ্রচেষ্টা দিয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন বাঙালির হৃদয়ে।

যুগান্তর রিপোর্ট

উত্তেজনার মধ্যেই লাদাখ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[